দেশে বিনিয়োগ করতে প্রবাসীদের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

আমেরিকায় বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার প্রবাসীদের দেওয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার পর রাতে নিউইয়র্কের ম্যারিয়ট হোটেলে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ।

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

শেখ হাসিনা বলেন, আমি একটা কথা বলব, আমাদের প্রবাসী যারা তারা কিন্তু বাংলাদেশে এখন বিনিয়োগ করতে পারেন।

‘শুধু আমেরিকাই করবে তা না, আমাদের প্রবাসী আমেরিকানরা যতদূর পারেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে পারেন।’

তিনি বলেন, বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে সরকার বাংলাদেশে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা করে দিচ্ছে।

করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা সচল রাখতে সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপও প্রবাসীদের সামনে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

দেশের গণমাধ্যমের বিষয়ে শেখ হাসিনা বলেন, পত্রিকা শুধু নেতিবাচক কথা লিখবে, আর ভালো কথা লিখবে না, সেটা তো হয় না। পত্রিকা অপবাদ ছড়াবে শুধু, আর কনস্ট্রাকটিভ কথা বা বেশিরভাগ লোকজনই ভালো, সেই কথা বলবে না, সেটা তো হয় না।

‘কাজেই দায়িত্বশীলতাটা সবদিক থেকে সবার সমানভাবে থাকা লাগবে।’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ‘অনেকগুলো গণমাধ্যমের অনুমতি দিয়ে বলার ও লেখার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তবে ‘মিথ্যা

অপবাদ’ দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত যেন না করা না হয়, সেদিকে গণমাধ্যমকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে।

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার কথাও অনুষ্ঠানে বলেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর ছয় বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে দেশে ফিরলে তার জীবনের ওপর শঙ্কা থাকলেও তিনি কখনও থেমে থাকেননি।

উত্তেজনা নিরসনে ফ্রান্সের সঙ্গে বৈঠকে বসছে যুক্তরাষ্ট্র

অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে হওয়া সাম্প্রতিক চুক্তির কারণে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছে ফ্রান্স। প্রতিক্রিয়ায় দেশটি যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া থেকে নিজের রাষ্ট্রদূতদের তলব করে।

এ চুক্তির ফলে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মাল্টিবিলিয়ন ডলারের সাবমেরিনসংক্রান্ত একটি চুক্তি বাতিল হয়ে যায় ফ্রান্সের। এতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ফ্রান্সের কূটনৈতিক উত্তেজনা দেখা দেয়। আর এ কূটনৈতিক উত্তেজনা নিরসনে আগামী মাসে বৈঠকে বসার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

বুধবার ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট টেলিফোনে আলাপ করেন। এ সময় তারা ইউরোপে অক্টোবরের শেষের দিকে বৈঠকে বসতে সম্মত হন বলে জানানো হয় এক যৌথ বিবৃতিতে। খবর আলজাজিরার।

বিবৃতিতে বলা হয়, আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাবেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত। যাকে সম্প্রতি তিন দেশের (অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র) মধ্যে হওয়া চুক্তির জেরে দেশে তলব

করা হয়েছিল।

এতে আরও বলা হয়, এ দুই নেতা গভীরভাবে পরামর্শের জন্য একটি প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এএফপি জানায়, উত্তেজনা নিরসনের চেষ্টার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিন-ইভেস লে ড্রায়ান বুধবার বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

১৫ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা এক ভার্চুয়াল সভায় নতুন একটি জোট গঠনের ঘোষণা দেন।

ভার্চুয়াল সভায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ নতুন জোটকে তাদের সম্পর্ক জোরদারে ‘ঐতিহাসিক পদক্ষেপ’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়াকে পরমাণু চালিত সাবমেরিন নির্মাণের প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতা করবে।

বাইডেনের সম্মেলনে শেখ হাসিনার ৬ প্রস্তাব

আগামী প্রজন্মের জন্য টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সব অংশীজনের সঙ্গে কাজ করার জন্য বিশ্বের প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ডাকা ‘মেজর ইকোনমিজ ফোরাম অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লাইমেট’ শীর্ষ সম্মেলন শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠানে পূর্বে ধারণ করা ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ফোরামের বিবেচনার জন্য ছয় দফা প্রস্তাব দেন।

অভ্যন্তরীণ সৌরশক্তি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ‘মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা’ বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে যা জলবায়ু ঝুঁকি থেকে জলবায়ু সহিষ্ণুতা এবং তা থেকে জলবায়ু সমৃদ্ধি পর্যন্ত একটি যাত্রা। জলবায়ু ঝুঁকি ফোরাম (সিভিএফ) এবং ভি-২০ এর সভাপতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর স্বার্থ তুলে ধরা।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ঢাকায় গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপ্টেশনের দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমেও বাংলাদেশ সেরা অনুশীলন ভাগ করে নেয়।

হাতুড়ি-শাবল দিয়ে আশ্রয়ণের ঘর ভেঙেছে: প্রধানমন্ত্রী

আশ্রয়ণ প্রকল্পের কিছু ঘর নির্মাণের পরপরই ভেঙে যাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কিছু লোক হাতুড়ি-শাবল দিয়ে ঘর ভেঙে গণমাধ্যমে দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার গণভবনে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভার শুরুতে দেওয়া বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

ঘর ভাঙার পেছনে দায়ীদের চিহ্নিত করা হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা যখনই ঘর ভাঙার তথ্য পেয়েছি। সম্পূর্ণ সার্ভে করিয়েছি। কারা এর সঙ্গে জড়িত, প্রত্যেকের নাম-ঠিকানাসহ পেয়েছি। তবে কিছু জায়গায় অতিবৃষ্টির কারণে মাটি দেবে ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নয় জায়গায় আমরা দুর্নীতি খুঁজে পেয়েছি।

তিনি বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় প্রায় দেড় লাখের মতো ঘর নির্মাণ করা হলেও মাত্র তিনশ’ ঘরে ত্রুটি ধরা পড়েছে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, ‘সব থেকে দুর্ভাগ্য হলো আমি যখন সিদ্ধান্ত নিলাম প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা ঘর করে দেবো। আমাদের

দেশের কিছু মানুষ এত জঘন্য চরিত্রের যে, আমি কয়েকটা জায়গায় হঠাৎ দেখলাম কিভাবে ঘর ভেঙে পড়ছে, কোন জায়গার ভাঙা ছবি ইত্যাদি দেখার পরে পুরো সার্ভে করালাম কোথায় কী হচ্ছে। সেখানে আমরা প্রায় দেড় লাখের মতো ঘর তৈরি করে দিয়েছি। ’

শেখ হাসিনা বলেন, বিভিন্ন এলাকায় কিছু মানুষ নিজে থেকে গিয়ে হাতুড়ি-শাবল দিয়ে ঘর ভেঙে ভেঙে তারপর মিডিয়ায় সেগুলোর ছবি তুলে দিয়েছে। তাদের নাম-ধাম এগুলো একদম তদন্ত করে সবগুলো বের করা হয়েছে। আমার কাছে যে পুরো রিপোর্টটা আছে, মানে যারা গরিবের জন্য ঘর করে দিচ্ছি, তারা এভাবে যে ভাঙতে পারে, সেই ছবিগুলো দেখলে, দেখা যায়।

ঘর ভেঙে পড়ার পেছনের কারণ মিডিয়া অনুসন্ধান করেনি মন্তব্য করে সরকার প্রধান বলেন, ‘মিডিয়া এগুলো ধারণ করে প্রচার করে, তারা কিন্তু এটা কীভাবে হলো সেটা কিন্তু প্রচার করেনি। ’

তদন্তে ৯টি জায়গায় দুর্নীতি পাওয়া গেছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ‘কয়েকটা জায়গায় গেছে, যেমন এক জায়গায় ৬শ ঘর সেখানে হয়তো ৩/৪টা ঘর, ওই যে প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো যখন এজন্যই মাটি ধসে কয়েকটা ঘর নষ্ট হয়ে গেছে। মাত্র ৯টা জায়গায় আমরা পেয়েছিলাম যেখানে কিছুটা দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে, মাত্র ৯টা জায়গায়। ’
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে ঘর নির্মাণে সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি দেখেছি যে প্রত্যেকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছে। যেসব ইউএনও-ডিসিদের দায়িত্ব দিয়েছিলাম তারা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছে। অনেকে নিজেরা এগিয়ে এসেছে এই ঘরগুলো তৈরিতে সহযোগিতা করার জন্য।
তিনি বলেন, যারা ইট তৈরি করে তারাও এগিয়ে এসেছে, অল্প পয়সায় তারা ইট দিয়ে দিয়েছে। এভাবে সবাই, সবার সহযোগিতা, আন্তরিকতাটাই বেশি। কিন্তু এর মধ্যে দুষ্টু বুদ্ধির কিছু, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কষ্টকর। যখন এটা গরিবের ঘর সেখানে হাত দেয় কীভাবে।

দলের নেতাকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের আরও সর্তক থাকার নির্দেশনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘যাই হোক আমরা সেগুলো মোকাবিলা করেছি তবে, আমাদের নেতাকর্মীদের এ ব্যাপারে আরও সর্তক থাকা দরকার। ’

এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তৃণমূল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শক্তিশালী সংগঠন থাকায় করোনা মহামারির ভয়াবহতা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে।

আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের এ সভা সাড়ে ১০টায় শুরু হয়ে চলে সোয়া ১২টা পর্যন্ত। এতে অর্ধশত নেতা উপস্থিত ছিলেন।

হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক ঘোষণার পরই মুফতি আব্দুস সালামের মৃত্যু

হাটহাজারী মাদ্রাসার সদ্য নির্বাচিত মহাপরিচালক ও মাদ্রাসাটির প্রধান মুফতি মুফতি আব্দুস সালাম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বুধবার সকালে মাদ্রাসার শূরা কমিটির বৈঠকে তাকে মহাপরিচালক নির্বাচিত করা হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

বিষয়টি যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন হাটহাজারী মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী।

তিনি বলেন, সকাল ১০টায় হাটহাজারী মাদ্রাসার মজলিসে শূরার গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বসে। বেলা সাড়ে ১১টা দিকে মুফতিয়ে আজম মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী হঠাৎ ইন্তেকাল করেন। তিনি দু’তিন দিন ধরে হালকা জ্বর ও কাশি অনুভব করছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

মাদ্রাসা সূত্রে জানা যায়, এদিন সকাল ১০টার দিকে আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর সভাপতিত্বে হাটহাজারী মাদ্রাসার শূরা কমিটির বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে মাদ্রাসার বর্তমান পরিচালনা কমিটির সদস্যরাসহ শূরা সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামীকে ‘মহাপরিচালক’ করা হয়। পাশাপাশি মাওলানা শেখ আহমদকে প্রধান শায়খুল হাদিস এবং মাওলানা ইয়াহইয়াকে সহাকারী পরিচালক করা হয়।

মাদ্রাসা সূত্রে জানা যায়, শূরা কমিটির বৈঠকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাটহাজারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তেলের পর অসাধুদের নজর চিনিতে

মাসের ব্যবধানে দাম বেড়েছে ১৩.৭৭ শতাংশ *

বেসরকারি পর্যায়ে সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানো হচ্ছে -বিএইচএফআইসি

ভোজ্যতেলের পর ভোক্তার অতি প্রয়োজনীয় পণ্য চিনির ওপর অসাধু ব্যবসায়ীদের নজর পড়েছে। কারসাজি করে বাড়ানো হচ্ছে দাম।সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা বাজারে প্রতিকেজি খোলা চিনিতে ৮ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এছাড়া বাজারে নতুন করে সপ্তাহ ব্যবধানে পেঁয়াজ-মরিচ, আদা, ব্রয়লার মুরগিসহ ১১ পণ্যের দাম বেড়েছে। সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) দ্রব্যমূল্যে নিয়ে বৃহস্পতিবারের পর্যালোচনা বলছে, সাত দিনে রাজধানীর খুচরা বাজারে প্রতিকেজি চিনির দাম ৩ দশমিক ২৯ শতাংশ বেড়েছে। মাসের ব্যবধানে বেড়েছে ১৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

এছাড়া গত বছর একই সময়ের তুলনায় প্রতিকেজি চিনির দাম বেড়েছে ২৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ। রাজধানীর খুচরাবাজার ঘুরে ও বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার প্রতিকেজি খোলা চিনি বিক্রি হয়েছে ৮০ টাকা, যা এক সপ্তাহ আগেও সর্বনিম্ন ৭২ টাকা ছিল। এছাড়া প্রতিকেজি প্যাকেটজাত চিনি ৮২ টাকায় বিক্রি হয়েছে, যা সাত দিন আগে ছিল ৭৮ টাকা। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন-বিএইচএফআইসি সূত্র জানায়, ব্যবসায়ীরা বিশ্ব বাজারে দাম বাড়ার অজুহাত দেখাচ্ছে। বিশ্ববাজারে কিছুটা দাম বেড়েছে। এর প্রভাব দেশের বাজারে পড়তে সময় লাগবে। বেসরকারি পর্যায়ে সিন্ডিকেট করে চিনির দাম বাড়ানো হয়েছে। এই সিন্ডিকেটই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

টাকা। সরকার ৭৫-৮০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। টিসিবিতে ৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সূত্র-যুগান্তর

হেফাজত আমির আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী আর নেই

হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে নেওয়ার পর ইন্তেকাল করেন তিনি।

বিষয়টি যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন হাটহাজারী মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী।

তিনি জানান, বৃহস্পতিবার বেলা ১২.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম নগরীর সিএসসিআর হাসপাতালে আল্লামা বাবুনগরী শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

এর আগে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে চট্টগ্রামে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়।

বাবুনগরীর খাদেম মাওলানা জুনায়েদ জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে বাবুনগরীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। পরে তড়িঘড়ি করে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হন সঙ্গীরা।

৬৭ বছর বয়সি দেশের অন্যতম শীর্ষ আলেমে দ্বীন দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, কিডনি ও ডায়াবেটিসসহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন।

[redacted]

[redacted]

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে।

সূত্র-যুগান্তর

হোমিওপ্যাথিক ও ইউনানি চিকিৎসকরা ডাক্তার পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না

হোমিওপ্যাথিক ও ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রিধারী কোনো ব্যক্তি নামের আগে ডাক্তার পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। রায়ে এসব বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন আদালত।

এ সংক্রান্ত জারি করা রুল খারিজ করে শনিবার (১৪ আগস্ট) বিচারপতি মো. আশরাফুল কামাল ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের হাইকোর্ট বেঞ্চ ৭১ পৃষ্ঠার এ রায় প্রকাশ করেছেন।

রায়ে বলা হয়েছে, দুঃখজনকভাবে এটি লক্ষ্যণীয় যে, এখানে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী বিএমডিসি এর নিবন্ধনভুক্ত মেডিকেল বা ডেন্টাল ইনস্টিটিউট কর্তৃক এমবিবিএস অথবা বিডিএস ডিগ্রিধারী ছাড়া অন্য কেউ তাদের নামের পূর্বে ডাক্তার (Dr.) পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না। সেখানে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বিগত ২০১৪ সালের ৯ মার্চ তারিখের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে ‘অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার’ (Alternative Medical Care) শীর্ষক অপারেশনাল প্লানের বিভিন্ন পদে কর্মরত হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব নামের পূর্বে ডাক্তার (ডা.) পদবি সংযোজনের অনুমতি প্রদান করেছে, যা এক কথায় আইনের কর্তৃত্ব ব্যতিত তথা বেআইনি।

এছাড়াও বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড কর্তৃক ইংরেজি ২০২০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন শাখায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদেরকে তাদের নামের পূর্বে পদবি হিসেবে ডাক্তার (Dr.) ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করাও বেআইনি।

এর আগে হোমিওপ্যাথিক ও ইউনানি চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রিধারীরা নামের পূর্বে ডাক্তার ব্যবহারের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ে করেছিলেন। রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত রুল জারি করেন।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম ও অ্যাডভোকেট খোন্দকার নীলিমা ইয়াসমিন। অপরপক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার তানজীব উল আলম।

৩৪ ব্যক্তি গুম হওয়া নিয়ে জাতিসংঘকে জবাব দেবে বাংলাদেশ

দেশে ৩৪ জন ব্যক্তির গুমের বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদকে জবাব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

আজ শুক্রবার (১৩ আগস্ট) গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান মন্ত্রী। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সংস্থাটিকে জবাব দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘দুনিয়ার কম বেশি সব দেশেই গুম হয়। তবে তারা (জাতিসংঘ) ভারতকে কিছু বলে না। পাকিস্তানকে কিছু বলে না। আমরা তাদের বেশি পাত্তা দেই। তাই তারা আমাদের অনবরত হ্যামার করে।’ তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রে ২০২০ সালে ১ হাজার ৩৪ জন গুম হয়েছে। কই তারা তো এটা নিয়ে কিছুই বলে না। তবে আমাদের কাছে তারা যেটা জানতে চেয়েছে আমরা জবাব দেব।’

সম্প্রতি জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ থেকে বাংলাদেশে গুম হওয়া ৩৪ ব্যক্তির অবস্থান ও পরণতি কী হয়েছে সে বিষয়ে জানতে চেয়ে চিঠি